যুগান্তর

তারিখ SEP. 24 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

শিক্ষার্থীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখলেন না ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ছাত্রদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। সাবেক ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলামের অপসারণ এবং অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের মধ্য থেকে নতুন ভিসি নিয়োগের দাবিতে গত ১৯ জুলাই থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করায় শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের রমজানের ছুটিতে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত কথা রাখলেন না তারা। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিস থেকে আজ থেকে রমজান মাস উপলক্ষে প্রায় দেড় মাস ক্লাস ছুটির বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ছুটি থাকবে। তবে অফিস ছুটি হবে আগামী ১৮ অক্টোবর। এ সময়ের মধ্যে কোন বিভাগ চাইলে পরীক্ষা নিতে পারবে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও রমজানে ক্লাস না নেয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের কোন প্রতিশ্রুতি আর তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না। গত ১৯ মে ৫৩টি পদের বিপরীতে ৮৮ জনকে নিয়োগ হলেও শতভাগ চাকরির কোটা পূরণ না হওয়ায় কুষ্টিয়ার বিএনপি দলীয় এমপি ও ছাত্রদল ক্যাডাররা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে ২০ মে থেকে ১১ জুন ২৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখে। এ নিয়োগকে কেন্দ্র করে ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলামের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে তার অপসারণের দাবিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং প্রগতিশীল শাপলা ফোরামের শিক্ষকরা গত ২৪ থেকে ২৯ জুলাই ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করেন। সর্বশেষ ১০ জুলাই সাবেক ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম পদত্যাগ করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আনোয়ারুল করীমকে তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ভিসির দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সংবাদ সম্মেলনে ১৯ জুলাই থেকে অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের মধ্যে একজনকে ভিসি নিয়োগের দাবিতে লাগাতার ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি ঘোষণা করে। শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে আন্দোলন কর্মসূচি কেন দিলেন জানতে চাইলে তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বর্তমান ভিসি ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক বলেছিলেন, অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে। এরপর ২ আগস্ট থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস ও পরীক্ষা চালুর দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। ১২ আগস্ট প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক নবম ভিসি হিসেবে যোগদান করার দিন ভিসির পক্ষ থেকে শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও প্রক্টর) প্রফেসর ড. আলীনূর রহমান ও ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. রুহুল আমিন প্রশাসন ভবন চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের এক সমাবেশে রমজানের ছুটির মধ্যে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার আশ্বাস দেন। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতির কথা বিবেচনা না করে সম্প্রতি ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে রমজান মাস উপলক্ষে আজ থেকে ক্লাস ছুটির অনুমোদন করা হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।